Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 42:18 min.
ID: IDI_AMR207_HH_U_24 July17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Female	64	Illiterate	Caregiver	16,000 BDT	NO	70 Years-Male, 64 Years-Female	Bangali	Total=3; Husband, Wife (Res.), Daughter

প্রশ্নর্কতা: আসসালামুলাইকুম, আপা আমি হচিছ এস এম এস। ঢাকা মহাখালী কলেরা হাসপাতাল আইসিডিডিআর,বি থেকে আসছি। তো আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি এবং বুঝার চেষ্টা করতেছি-মানুষ এবং বাসাবাড়িতে যে সমস্ত মানুষ এবং গবাদি পশু অসুস্থ হয় এবং তারা যখন অসুস্থ হয়; পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায় এবং তারা কোন এন্টিবায়োটিক কিনে কিনা এবং এন্টিবায়োটিক কিনার পর তারা কিভাবে ব্যবহার করেন? সে সম্পর্কে আমরা জানতে চাই। তো এই গবেষনা থেকে আমরা যে সমস্ত তথ্য আমরা পাব তা ভবিষ্যতে জনসাধারনকে উৎসাহিত করা, যাতে করে তারা এন্টিবায়োটিকের যথাযথ এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে এ জন্য কাজ করা হবে। আর আপনার কাছ থেকে যে সমস্ত তথ্য পাব তা সম্পূর্ণ গোপনীয়ভাবে কলেরা হাসপাতাল মহাখালী আইসিডিডিআর,বি-তে সংরক্ষরন করবো। এটা শুধুমাত্র গবেষনার কাজে ব্যবহার করা হবে। তো আপা ভাল আছেন?

উত্তরদাতা: আছি ভালাই।

প্রশ্নর্কতা: আমরা কি শুরু করবো আপা আলোচনা?

উত্তরদাতা: করেন।

প্রশ্নর্কতা: ধন্যবাদ। তো প্রথমেই যেটা বলতেছিলাম আপনি যদি আপনার পরিবার সম্পর্কে একটু বলেন আপনার পরিবারে কে কে আছে ?

উত্তরদাতা: আমরা বর্তমানে এখন তিনজন।

প্রশ্নর্কতা: কে কে ?

উত্তরদাতা: মেয়ের বাপ, আমি আর মেয়ে।

প্রশ্নর্কতা: তো আপনার স্বামীর বয়স কত?

উত্তরদাতা: ৭০

প্রশ্নর্কতা: আপনার বয়স কত আপা ?

উত্তরদাতা: ৬৩

প্রশ্নর্কতা: ৬৩ না ৬৪ বলছিলেন? ৬৪ বলতেছিলেন একটু আগে আমাকে।

উত্তরদাতা: ৬৪

প্রশ্নর্কতা: তাইলে আমরা কত ধরবো ৬৪ ধরবো ?

উত্তরদাতা: ধরেন।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। ৬৪ । আর আপনার মেয়ে যেটা আছে এটা। কয়টা বাচচা টোটাল?

উত্তরদাতা: মেয়ে চারজন, ছেলে একজন।

প্রশ্নর্কতা: তো বর্তমানে আপনাদের সাথে কে থাকে?

উত্তরদাতা: একটা মেয়েই।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি ছোট মেয়ে ? নাকি---

উত্তরদাতা: ছোট।

প্রশ্নর্কতা: তো এ মেয়ের বয়স কত ?

উত্তরদাতা: ১৪ বছর।

প্রশ্নর্কতা: আর বাকি তিনজন মেয়ে কি কোথায় উনারা ?

উত্তরদাতা: বিয়া দিয়া ফেলছি। স্বামীর বাড়ি।

প্রশ্নর্কতা: আর ছেলে ?

উত্তরদাতা: ছেলে ইয়াত থাকে শ্বশুর বাড়ি।

প্রশ্নর্কতা: ঘর জামাই ?

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো এমনি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম-আপা কি কোন কাজ করেন ?

উত্তরদাতা: রং এর কাজ করি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আপনার মাসে আয় কত ?

উত্তরদাতা: মাসে আমার ১৬ হাজারের মত আয়ে আরকি।

প্রশ্নর্কতা: যেটা বলতেছিলেন মানে ১৬ আপনি এবং আপনার স্বামী মিলে। আর টাকা সব সময় একি আসে না প্রতিমাসে। তাইলে আপনার স্বামী কি কাজ করে ?

উত্তরদাতা: লেপ তোষকের দোকান।

প্রশ্নর্কতা: উনার ঐখানে কত আয়?

উত্তরদাতা: হ ও রকম চার পাঁচ হাজার আয়ে আরকি।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে দুইটা মিলে আমরা আয় আমরা কত ধরবো আপা? মানে গড়ে? এখন যদি আপনারটা ধরি বলেন ষোল এবং ভাইয়েরটা যদি বলেন চারহাজার। তাহলে তো বিশ হাজার। তো এখনতো বর্ষাকাল। এখনতো-----

উত্তরদাতা: বেচাকেনা নাই।

প্রশ্নর্কতা: বেচাকেনা নাই। তাইলে এখন আয় কত?

উত্তরদাতা: এখন ধরেন দোনজনের মিলাইয়া ১৬ হাজার এর মত হইতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। ঠিক আছে। তো বাড়িতে যে আপনারা আছেন আপা, তো এখানে কি মাঝেমধ্যে অন্য কেউ এসে থাকে আপনার এখানে? কেউ বেড়াতে আসে আপনার বাসায়?

উত্তরদাতা: স্বামীরা মানে আমার মাইয়্যার জামাইরা বছরে একবার একবার আইসা দুই একদিন থাইকা যায়গা।

প্রশ্নর্কতা: তো আপনার বাসাতো এই একটাই রুম ভাড়া না? তো কোন মেহমান আসলে থাকতে সমস্যা হয় না?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: মানে কিভাবে থাকেন এখানে ?

উত্তরদাতা: ঐ মাইয়্যারে লইয়া আমি নাইমা নিচে থাকি। জামাই আইলে খাটে মাইয়্যারা থাকে।

প্রশ্নর্কতা: এখানে থাকে। তো বছরে----?

উত্তরদাতা: জামাই আইলে এক রাত থাকে। বেশি থাকে না।

প্রশ্নর্কতা: আর কেউ কি আসে আপা?

উত্তরদাতা: না। আর কেউ নাই।

প্রশ্নর্কতা: আর ছেলে? ছেলে আসে মাঝে মধ্যে?

উত্তরদাতা: মাঝে মাঝে আইয়ে। বছরে একবার।

প্রশ্নর্কতা: একবার?

উত্তরদাতা: আয়ে যায় গা।

প্রশ্নর্কতা: থাকে নাকি চলে যায়?

উত্তরদাতা: থাকে না।

প্রশ্নর্কতা: কোন গবাদি পশু বিশেষ করে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী কিছু কি আপনি পালেন আপা?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: কোন কিছু পালেন না ?

উত্তরদাতা:ভাড়াইটা বাড়ি এইডি পালবার দিবো।

প্রশ্নর্কতা: তো এই যে রুম ঘর দেখতেছি এখানে আপনার কি কি আছে? এই যে টিভি দেখতেছি আমি। আর কি কি আছে?

উত্তরদাতা: টিভি আছে। ফ্রিজ আছে। সোকেজ আছে। ওয়াড্রপ আছে। সবই মোটামুটি জোড়াইছি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। খাট আছে। আর?

উত্তরদাতা: সেলাই মেশিন আছে।

প্রশ্নর্কতা: আর কি আছে? এই যে মিসসেপ একটা দেখা যাইতেছে। এইটা আর কিছু সেলফ আছে।

উত্তরদাতা: খানা ডলি (মিসসেপ)।

প্রশ্নর্কতা: হ্যাঁ খাওয়ার কিছু হাড়ি পাতিল আছে। এ ছাড়া আপনাদের; এটা তো শহরের এটা কি আপনার ভাড়া বাসা?

উত্তরদাতা: ভাড়া বাসা।

প্রশ্নর্কতা: এটা ছাড়া আপনার গ্রামে আর কি কি আছে?

উত্তরদাতা: গ্রামে এখন আমার চারটা ভাইয়ের থে তিনজন। একজন মারা গেছে। যার যার বাড়ি। ছোট ভাই আর আমি একখানই।

প্রশ্নর্কতা: আপনার সম্পত্তি মানে মেয়ে হিসাবে গ্রামে আপনার কি কি সম্পত্তি আছে?

উত্তরদাতা: ঐ আড়াই কাঠা জায়গায় আছে।

প্রশ্নর্কতা: ঐটা আপনার নিজের নামে?

উত্তরদাতা: নিজের নামে।

প্রশ্নর্কতা: ঐটাতে কিছু করছেন না; এমনে?

উত্তরদাতা: না, বাড়ি ভিটি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ঘর করা আছে ত্রিশ হাত লম্বা। টিন সেট। মানে টিন সেট মানে এটা ইয়া করতাম না। দেখি একটা বিল্ডিং করবার চাইতেছি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। ভবিষ্যতে করতে চাইতেছেন একটা বিল্ডিং? এখন যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি, সেটা হচেছ স্বাস্থ্যসেবা নেয়া; মানে আপনারা যখন অসুস্থ হন তখন আপনারা কোন জায়গা থেকে ট্রিটমেন্ট বা চিকিৎসা নেন এ বিষয়ে। তো পরিবারে এখন যে আপনারা তিনজন আছেন; স্বামী, স্ত্রী এবং আপনাদের ছোট মেয়ে; সবাই কি এখন সুস্থ আছে?

উত্তরদাতা: সুস্থ আছে।

প্রশ্নর্কতা: সবাই এখন আল্লাহ্‌র রহমতে সুস্থ আছে না। মানে এমন কেউ কি আছে তিনজনের মধ্যে মানে প্রায় সময় অসুস্থ হয়ে যায়?

উত্তরদাতা: হ মানে আমিই বেশিরভাগ।

প্রশ্নর্কতা: কি সমস্যা ?

উত্তরদাতা: আমার মানে গ্যাসটিকে আলছার ভিতরে। এটা মেলা বছর ধরে। মরিচ খাইতে পানি না। এইটা প্রথম হইছিল আমার এলার্জি থ্যাইকা ঘাঁ ও হইছিল। এই ঘাঁ ও থেকে গ্যাসটিক আলসার হইয়া গেছে গা। এই যে সন্ধানী মেডিকেলে এক্সরে করাইছি, আলট্রাসোনগ্রাফি করছি। পরে ধরা পড়ছে একটাই।

(০৫ মিনিট ১৬ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: এখন কি ঔষধ দিছে ডাক্তার আপনাকে?

উত্তরদাতা: ডাক্তার এই যে সিরাপ খাইতেছি।

প্রশ্নর্কতা: কি সিরাপ এটা? হাতের কাছে আছে? আমাকে একটু দেখানো যাবে? এটা হচ্ছে এ সিরাপটি ডাক্তার আমাকে দিছে যে, মারলক্স। এম এ আর এল ও এক্স প্লাস। সাসপেনশন এটা। এই সিরাপটি খাচ্ছেন। এই সিরাপটি খাচ্ছেন শুধু গ্যাসটিকের জন্য। আর কোন সমস্যা কি আছে পরিবারের?

উত্তরদাতা: হ শরীরের ব্যথার লাইগা বাতের ঠেঙ্গের গিরা গুরা জন্য এই টেবলেটডি খাই। এটি অপর মাসই খাই।

প্রশ্নর্কতা: অপর মাস মানে? সারা মাস?

উত্তরদাতা: এইডা আমি আজ ১০-১২ বছর ধইরা খাইতেছি।

প্রশ্নর্কতা: ও রে বাবা অনেক সময় ধরে খাচ্ছেন।

উত্তরদাতা: একদিন বাদ দিলে মানে হাটু এ গুলা ব্যথা।

প্রশ্নর্কতা: এই ঔষধগুলা হচ্ছে ডেলটাকট। ডি ই এল টি এ সি ও আর টি টেবলেট। আচ্ছা আপা এটা খান। আর এটা কি খান?

উত্তরদাতা: এইটা ব্যথার লাইগা।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা জিনেক্স। জি ই এন এ সি ৫০। জিনেক্স ৫০ এমজি এটা খান। আর ডেলটাকটটা হচ্ছে ৫ এমজি। এ ঔষধগুলো ব্যথার জন্য খান। আর কোন ঔষধ কি ব্যথার জন্য খান ? আর কোন ঔষধ কি আপা খান? এন্টিবায়োটিক বা কোন পাওয়ারী ঔষধ কি খান?

উত্তরদাতা: না। আর কোন ঔষধ খায়নি আমি।

প্রশ্নর্কতা: পরিবারের তাইলে প্রায় সময় আপনি অসুস্থ থাকেন? আর কি কেউ অসুস্থ হয়? যেমন আপনার স্বামী সে অসুস্থ হয়?

উত্তরদাতা: না। মাঝে মধ্যে একটু ঠান্ডা ঠুন্ডা লাগে এইটুকুই।

প্রশ্নর্কতা: যখন সে অসুস্থ হয়, তখন তাকে কে দেখাশুনা করে?

উত্তরদাতা: আমিই করি। আর কেডা করবো?

প্রশ্নর্কতা: আপনি আছেন পরিবারে। আপনিই দেখাশুনা করেন। তো বর্তমানে এই মুহুতে কি কার ও ডায়রিয়া, শ্বাসকষ্ট বা অন্য কোন অসুস্থতা আছে ?

উত্তরদাতা: না শ্বাসকষ্ট আমাগো কারও নাই।

প্রশ্নর্কতা: ডায়রিয়া বা অন্য কোন অসুখ বিসুখ কার ও আছে?

উত্তরদাতা: না অন্য কোন অসুখ বিসুখ কারো নাই। আমার মেয়ের একটু চোখের সমস্যা আছে। ও একটু চোখে পাওয়ার কম দেখে আরকি। (পার্শ্বস্থ স্থান হতে মেয়ের ভাষ্য-আমার একটু চোখের সমস্যা আছে)

প্রশ্নর্কতা: আপনার মেয়ে। কোন ডাক্তার দেখাইছেন এ জন্য?

উত্তরদাতা: দেখাইছিলাম। দেখায়ে চিকিৎসা করে; পরে এই যে ঔষধ একটা দিছে চোখে ড্রপ। তারপর আবার চশমা দিছেল। চশমা তো আর ব্যবহার করে না। তারপর হেরার একটাই রোগ টিভি দেইখ্যা।

প্রশ্নর্কতা: টিভি দেখে? হা হা হা। আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ২৪ ঘন্টায় টিভি দেখে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আপনার পরিবারে আপনি কি কোন সময় খেয়াল করতে পারেন; যে কোন সময় আপনার পরিবারের কেউ, আমরা তো দৈনন্দিন অনেক কাজ করি, কোন কাজ করতে গেয়ে আপনার পরিবারে কেউ অসুস্থ হয়ে গেছে বা এ রকম কোন সময় হইছে? যে ধরেন ঘরের মধ্যে বা আপনি রং এর কাজ করতে গিয়ে বা আপনার স্বামী যে দোকানে থাকে লেপ তোষকের ওখানে বা আপনার মেয়ে কোন কারনে অসুস্থ হয়ে গেছিল?

উত্তরদাতা: না। এ রকম কোন ইয়া হয় নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। মানে হয় নাই?

উত্তরদাতা: না। এখন ধরেন এগুলা করতে করতে আনগো হইয়া গেছে গা।

প্রশ্নর্কতা: মানে কোনটা? কি করতে করতে? আচ্ছা। ধরেন কেউ যদি পরিবারে অসুস্থ হয়ে যায়, সেটা কি আপনি বুঝতে পারেন আপা? ধরেন আপনার স্বামী বা আপনি নিজে অসুস্থ হলেন বা আপনার ছোট মেয়েটা অসুস্থ হল; তখন আপনি নিজে বুঝতে পারেন যে, সে অসুস্থ? কেমনে বুঝেন? যদি একটু বুঝায়ে বলেন।

উত্তরদাতা: হে। উনগা মনগা (ঘুমায়) করে।

প্রশ্নর্কতা: উনগা মনগা করে মানে কি?

উত্তরদাতা: মানে একটু ইয়ে করে।

প্রশ্নর্কতা: মানে ইয়েটা কি? একটু খুলে বলেন।

উত্তরদাতা: মানে ঘুমায়। ইয়ে করে থাকে। কয় শরীর ভাল লাগে না। তখনই টের পাই যে অসুখ।

প্রশ্নর্কতা: এটা কে বলে আপনার স্বামী বা মেয়ে বলে?

উত্তরদাতা: না। মেয়েই বলে।

প্রশ্নর্কতা: আর স্বামীর ক্ষেত্রে অসুস্থতা। যখন সে অসুস্থ হয়; তখন কিভাবে বুঝেন যে, সে অসুস্থ ?

উত্তরদাতা: ঐ ঠান্ডা জ্বর। অল্প হইলে কয় না। বেশি থাইকা একটু ঘাবড়াইয়া গেলে, তখন মাইয়া লইয়া ঘরে আইয়া হুতে।

প্রশ্নর্কতা: নিজে যখন অসুস্থ হয়ে যান; তখন বুঝেন আমি অসুস্থ?

উত্তরদাতা: ঐ সময় আমি নিজেরটাই।

প্রশ্নর্কতা: কিভাবে বুঝেন যে আমি অসুস্থ?

উত্তরদাতা: শরীর যে একটা ইয়ে দেয়। বুঝা যায় আরকি।

প্রশ্নর্কতা: কি দেয় শরীর?

উত্তরদাতা: শরীর এমনে একটা নরম হইয়া যায় গা।

প্রশ্নর্কতা: তখন বুঝেন যে আমি অসুস্থ?

উত্তরদাতা: অসুস্থ হইয়া যাইতেছি।

প্রশ্নর্কতা: মানে যখন আপনারা অসুস্থ হন আপা; তখন আপনারা ছোট খান অসুখ জ্বর, ঠান্ডা বা ব্যথার জন্য, প্রাথমিক চিকিৎসা নেয়ার জন্য আশে পাশে কোথাও যান নাকি দূরে কোথাও যান?

উত্তরদাতা: না। ঐ যে ঐখানে ডাক্তার আছে।

প্রশ্নর্কতা: কোন জায়গায় এটা?

উত্তরদাতা: ঐ যে গো..পুর। হের কাছ থেকে ঔষধ আনি। মানে বন্ধ করে দিছে হেয় দোকানটা।

প্রশ্নর্কতা: এটা কিসের দোকান? ঔষধের দোকান নাকি কোন ডাক্তারের চেম্বার?

উত্তরদাতা: না। ঔষধের দোকানই। ভাংগা কইলে পরে হেয় ঔষধ দেয় আরকি।

প্রশ্নর্কতা: এই দোকান কি এখন খুলা আছে নাকি ব্যবসা বন্ধ করে দিছে?

উত্তরদাতা: না। ব্যবসায় বন্ধ করে দিছে।

প্রশ্নর্কতা: কার দোকান ছিল এটা?

উত্তরদাতা: এইটা আনগো (আমাদের) বাড়িওয়ালার ভাইজতার।

প্রশ্নর্কতা: কি নাম উনার?

উত্তরদাতা: নাম না কিডা রে (মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছেন)। ভুইলা গেছি। আমার মনে নাই।

প্রশ্নর্কতা: দোকানটার, ফামের্সিটার কি নাম আপা?

উত্তরদাতা: না। ঐ যে সামনে আছিল। বন্ধ কইরা দিছে। এখন কাপড়ের দোকান দিছে। এখন হে লেখাপড়া করতাছে।

প্রশ্নর্কতা: তো এখন যদি অসুস্থ হন, কোথায় যান আপা ? যেমন-ভাই এর যদি কাঁশি জ্বর বা অন্য কোন সমস্যা হয়?

উত্তরদাতা: এই যে হেই মোরা ডাক্তার একজন আছে।

প্রশ্নর্কতা: কিসের ডাক্তার উনি?

উত্তরদাতা: সে ঔষধ ফ্যাক্টরিতে চাকুরি করতো।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা ?

উত্তরদাতা: ...এর বাপ। হে এইডার চিকিৎসা ভালাই জানে।

প্রশ্নর্কতা: মানে উনি কি কোন পাশ করা ডাক্তার নাকি ঔষধ বিক্রি করে?

উত্তরদাতা: ঔষধ বিক্রি করে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। তার মানে ঔষধের ব্যবসা তার। সে আবার ডাক্তারী ও করে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। ডাক্তারী ও করে।

প্রশ্নর্কতা: তাকে কোন ফি বা কোন কিছু দিতে হয়? যখন ঔষধ বা যায়ে বললেন যে আমার জ্বর কথার কথা। আমি একটা উধাহরন দিচ্ছি যে, আপনি গিয়ে বললেন আমার প্রচন্ড মাথা ব্যথা বা প্রচন্ড জ্বর। তখন যে যদি ঔষধ বলে দেয় বা লিখে দেয়, তাকে কোন ফি দিতে হয়?

(১০ মিনিট ১৪ সেকেন্ড)

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: সে কি ঔষধ যখন কিনতে যান, তখন কি মুখে বলে দেয় বা কাগজে লিখে দেয়?

উত্তরদাতা: না এমনি ঔষধ দিয়ে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: এমনি সরাসরি ঔষধ দিয়ে দেয়। তো ঔষধ যখন দেয় আপা, মানে কিভাবে ঔষধটা খাবেন? কয়দিন খাবেন? কয় বেলা খাবেন? ঐ কিভাবে বলে দেয়?

উত্তরদাতা: এইটা কইয়া দেয়। মানে ঔষধের যে ইয়ে আছে এটার মধ্যে কাইটা দেয়। মানে কয় বেলা খাওন লাগবো।

প্রশ্নর্কতা: কে দিয়া কেটে দেয় এটা?

উত্তরদাতা: এই যে কেচি দিয়া কোনা কাইটা দেয়।

প্রশ্নর্কতা: কেটে দেয় কেন?

উত্তরদাতা: মানে এটা মনে যদি না থাকে।

প্রশ্নর্কতা: ও। তো ঐটা চিহ্ন। মনে যদি না থাকে। আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: একবেলা খাওন লাগলে একটা কাটা দেয়। আর দুই বেলা হলে দুইটা কাটা দেয়। আর তিন বেলা খাইলে তিনটা কাটা দিয়া দেয়।

প্রশ্নর্কতা: বুঝতে পারছি। তো এই যে ঔষধের দোকানে যে যেতে হবে। .... বাপ না; কার নাম বললেন?

উত্তরদাতা: ....এর বাপ।

প্রশ্নর্কতা: ঐ দোকানে যিনি ঔষধ বিক্রেতা উনার কাছে যাবেন; পরিবার থেকেতো একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, ঐ দোকানে যাও বা আমি যাব। তো এই সিদ্ধান্তটা কে দেয়?

উত্তরদাতা: মানে আমরাই আরকি যায়।

প্রশ্নর্কতা: মানে আপনি দেন?

উত্তরদাতা: আমরাই যাই আরকি। মানে যে এই ডাক্তারের ঔষধটা ভাল।

প্রশ্নর্কতা: না। না। সিদ্ধান্ততো নিতে হয় খালা। মানে ঐ সিদ্ধান্তটা ডিসিশনটা কে দেয় ?

উত্তরদাতা: ঐই দুইজনে পরামর্শ করে নেই।

প্রশ্নর্কতা: দুইজনে পরামর্শ করে নেই। মানে কে কে ? আপনি আর----

উত্তরদাতা: আমার স্বামী।

প্রশ্নর্কতা: এই দুই জনে মিলে নেন। তো দোকানে ঔষধ কেনার জন্য আপা কে যায়?

উত্তরদাতা: দোনজনেই যাই।

প্রশ্নর্কতা: দুইজনই যান?

উত্তরদাতা: দোনজনেই যাই। পরীক্ষা কইরা জ্বর টর থাকলে কতটুক মাপ দিয়া; তারপরে ঔষধ দিয়া দেয় আরকি।

প্রশ্নর্কতা: ধরেন আপনি অসুস্থ সে ক্ষেত্রে কি আপনি একা যান; নাকি আপনার স্বামীকে নিয়ে যান?

উত্তরদাতা: দোনজনেই যাই।

প্রশ্নর্কতা: প্রায় সময় কি একা যান, নাকি দুইজনই যান?

উত্তরদাতা: না। দোনজনেই যাই।

প্রশ্নর্কতা: মেয়েকে নিয়া যান কোন সময়?

উত্তরদাতা: না মেয়ে যায় না। আমরা দোনজনেই যাই।

প্রশ্নর্কতা: যেই অসুস্থ হোক একসাথে দুইজনেই যাই? আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: মেয়ে বেশি একটা দোকানে বাহিরে বার হয় না।

প্রশ্নর্কতা: কেন বের হতে দেন না?

উত্তরদাতা: যায় না। এক স্কুল আর বাসায়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। দুইটাতে যায়? তো মানে আপনার কাছে তো আপা আর ও অনেক ঔষধের দোকান আছে। ষ্টেশন রোড আছে। আর ও ফার্মেসি আছে। তো এত গুলা জায়গায় না গিয়ে, কেন আপনি এই কাছের দোকান যেটা বলতেছেন এই যে------

উত্তরদাতা: না এই ডাক্তারটা মোটামুটি হের ঔষধটা খাইয়া আমরা ভাল হইছি।

প্রশ্নর্কতা: আজকে কত বছর ধরে দেখাচ্ছেন তাকে?

উত্তরদাতা: আজকে তিন চার বছর ধরে দোকান দিছে।

প্রশ্নর্কতা: এই তিন চার বছর ধরে তাকেই দেখাচ্ছেন ?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নর্কতা: মানে তার কাছে গেলে কি উপকার পান আপা ? কি সুবিধা আপা।

উত্তরদাতা: মানে তার ঔষধটা খাওয়ার পরে অসুখ বিসুখ থাকলে সাইরা যায়।

প্রশ্নর্কতা: সেরে যায়। এটা একটা সুবিধা। আর কি সুবিধা তার কাছে গেলে?

উত্তরদাতা: কোন সুবিধা নাই।

প্রশ্নর্কতা: উনার খরচ কেমন? ধরেন, ঔষধপত্র যা দেয়। সে তো ধরেন ডাক্তারি ফি কোন কিছু নেয় না?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: সে তো এমনে ঔষধের ব্যবসা করে। তো যে যায় তার ঔষধ কিনতে গেলে কেমন খরচ হয় আপা?

উত্তরদাতা: ২০০-৩০০, ৩০০-৪০০ র মত যায়।

প্রশ্নর্কতা: তো তার যোগ্যতা কি? তার পড়াশুনা কি? যিনি ঔষধ বিক্রি করেন।

উত্তরদাতা: হেইডা কইতে পারতাম না। হেয় ঔষধ ফ্যাক্টরীতে আগে চাকুরি করতো।

প্রশ্নর্কতা: মানে তার কি সাধারন লাইনে পড়াশুনা নাকি তার ডাক্তারি লাইনে তার কোন পড়াশুনা আছে?

উত্তরদাতা: হেইডা কইতে পারতাম না। হেয় ঔষধ ফ্যাক্টরীতে আগে চাকুরি করতো আগে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তার থেকে ঔষধ কিনতে গিয়ে কোন সমস্যা হয় বা কোন বাধা আপনার কাছে মনে হইছে?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: তো মানে উনার ঐ যে ঔষধের দোকান ঐখানে কি মানে কোন পাওয়ারী ঔষধ এন্টিবায়োটিক ঐ গুলা আছে? সাধারন ঔষধ যেমন জ্বর হইলে আমরা তো বলি নাপা, প্যারাসিটামল এগুলা। আপনার যেমন গ্যাসটিকের জন্য এন্টাসিড এ গুলা আমরা বলি। কিন্তু ধরেন খুব কঠিন একটা অসুখ হলো। একটা বিপদে পড়লেন। অনেক বড় একটা অসুখ হইল; তখন ডাক্তার আপনাকে দামি ঔষধ দিল। পাওয়ারী ঔষধ দিল।

উত্তরদাতা: হ্যাঁ ঐ ও আছে। ঐ যে কতদিন আগে ঠান্ডা জ্বরের থেকে, এক একটা টেবলেটের দাম নিছে ৩৫ টাকা কইরা।

প্রশ্নর্কতা: কি নাম ছিল আপা টেবলেট টার?

উত্তরদাতা: কি নাম তো মনে নাই।

প্রশ্নর্কতা: এটা কার হইছিল ঠান্ডাটা ?

উত্তরদাতা: ঠান্ডাটা দোনজনেরই। আমার ও ঠান্ডা জ্বর হইছিল; ওর বাপের ও ঠান্ডা জ্বর হইছিল।

প্রশ্নর্কতা: তো গেছেন কোথায়?

উত্তরদাতা: এই ডাক্তারের কাছে।

প্রশ্নর্কতা: ফার্মেসিতে গেছিলেন ?

উত্তরদাতা: হ্

প্রশ্নর্কতা: ফার্মেসির নামটা কি জানা আছে ?

উত্তরদাতা: না। এটা সামনে লেখা আছে। এই যে ব্রিজের এইখানেই বড়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। বড় ফার্মেসি। তো যেটা হচ্ছে যে, এই যে ঔষধ দিছিল, এটা কতগুলি দিছিল? কয় দিনের জন্য দিছিল?

উত্তরদাতা: না বেশি একটা দেয় নাই। দুইবারেরটা দিছে। সকালে আর বিকেলে খাইবার। দুই টাইমে দুইটা।

প্রশ্নর্কতা: একদিনের জন্য ? দুইজনকেই।

উত্তরদাতা: না আমার মানে পরে হইছে অসুখটা। হের আগে হইছে।

প্রশ্নর্কতা: মানে ঔষধ যে দিছে দুই বেলা করে; কয় দিনের জন্য আপা?

উত্তরদাতা: এক দিনেরই।

প্রশ্নর্কতা: তো একদিনই খেয়ে আপনারা ভাল হয়ে গেছেন ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: দুই জনেরই হইছিল ?

উত্তরদাতা: হু। দুইটা টেবলেট খাওয়ার পর দেখি যে আর জ্বর উঠে নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। ধরেন ডাক্তার যে আপনাকে কথার কথা; একটা ডাক্তারের কাছে গেলেন, বললো যে আপা আপনার অনেক জ্বর আপনাকে আমি ছয় দিন বা সাত দিনের জন্য ঔষধ দিচ্ছি----

উত্তরদাতা: না আমি ওত টাকার ঔষধ আনি না।

প্রশ্নর্কতা: আমি একটা উধাহরন দিচ্ছি যে, ধরেন কথার কথা। ধরেন, পাঁচ দিন বা তিন দিনের জন্য দিল। তো আপনি চিন্তা করলেন যে, এই যে পাঁচ দিনের ঔষধ দিল, একেকটা যদি ৩৫ টাকা বা ৫০ টাকা করে হয়; তাহলে তো অনেক টাকা। তা হলে আমি এখন কয়টা কিনবো? আমি কি অর্ধেক কিনবো? আমি কি একদিনের জন্য কিনবো? দুই দিনের জন্য কিনবো নাকি সব গুলা কিনবো? এই যে একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয় বা ব্যাপার, এই সিদ্ধান্তটা আপনি কিভাবে নেন আপা?

(১৫ মিনিট ১৮ সেকেন্ড)

উত্তরদাতা: না। অর্ধেক আইনা খাইয়া দেখমু মানে, অসুখটা কি রকম হয়। এরপরে যদি না কমে, তারপরে এইটা ডাক্তারে গিয়া বলমু।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা প্রত্যেকাবার কি এই কাজটা করেন ?

উত্তরদাতা: না সব সময় অল্প করেই কিনি ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: অল্প করে কেন কিনেন আপা ? মানে ডাক্তারতো দিছে সে তো বুঝে শুনে দিছে?

উত্তরদাতা: ডাক্তার ও কয় আগে অল্প কইরা নিয়া খাইয়া দেখেন।

প্রশ্নর্কতা: এইডা কোন ডাক্তার বলে ?

উত্তরদাতা: ঐ যে যেই ডাক্তারের কাছ থেইকা ঔষধ আনি।

প্রশ্নর্কতা: ঐ যে ঔষধ যিনি বিক্রি করে? ঔষধ বিক্রির দোকান উনি বলে অল্প কইরা খিাইয়া দেখেন? আর কোন সময় বড় ধরেন যে টঙ্গি ৫০ বেড বা ২৫০ বেড সরকারি হাসপাতাল অথবা অন্য কোন পাশ করা বড় এমবিবিএস ডাক্তারকে দেখাইছেন কোন সময়?

উত্তরদাতা: দেখাইছি মানে এমবিবিএস ডাক্তাররে ও দেখাইছি।

প্রশ্নর্কতা: কবে দেখাইছেন ?

উত্তরদাতা: এইডা প্রায় বছর খানিক হইয়া গেল। আচ্ছা। ঔষধ মানে কয়েক পদের ঔষধ দিছে খাইবার। পরে অল্প অল্প কইরা আইনা খাইছি। পরে মানে কিছুডা কমছে। পুরা ঔষধ আনি নাই। অল্প অল্প কইরা আইনা খাইছি। পরে ভাল হইছি।

প্রশ্নর্কতা: মানে কি সমস্যা ছিল এটি আপনার ?

উত্তরদাতা: গ্যাসটিক আলসারের সমস্যা।

প্রশ্নর্কতা: উনি কোন এন্টিবায়োটিক বা দামি ঔষধ দিছিল ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: ৩৫ টাকা দামের এ রকম কোন ঔষধ ?

উত্তরদাতা: না। এইডা জ্বরের থেইকা। জ্বরের জন্য দিছিল। হের চিকিৎসার ঔষধ এই যে, এই বোতল দিয়া আর একটা গ্যাসটিকের ঔষধ দিছে; এইগুলি ৫ টাকা কইরা এক একটা।

প্রশ্নর্কতা: এটা কোন ডাক্তার ? ঐ যে এমবিবিএস।

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: এটা কোন জায়গায় দেখাইছিলেন ?

উত্তরদাতা: ঐ যে স.... মেডিকেল। ডা:২৪।

প্রশ্নর্কতা: তো ঐখানে যে ঔষধ গুলি দিছিল আপা; আপনি অল্প অল্প করে কিনছিলেন। পুরাটা কিনেন নাই কেন?

উত্তরদাতা: পুরাটা কিনি নাই; পয়সার সমস্যা আছিল।

প্রশ্নর্কতা: ধরেন একটা ঔষধ যখন ডাক্তার আপনাকে দিচ্ছে ধরেন আপনি পুরাটা যদি না কিনেন বা কোর্স কমপ্লিট না করেন; তাহলে কোন সমস্যা হতে পারে ?

উত্তরদাতা: সমস্যা আরকি।

প্রশ্নর্কতা: হইতে পারে ?

উত্তরদাতা: হইতেতো পারবোই।

প্রশ্নর্কতা: কি? কি রকম হইতে পারে ?

উত্তরদাতা: ধরেন যে, যে ঔষধ আমারে যে নিয়মে কারনে দিছে, এইডা যদি আমি পুরাডা না খাই; তাইলেতো অসুখটা আমার থাইকা গেল।

প্রশ্নর্কতা: থাইকা গেলে কি হবে ?

উত্তরদাতা: এইডা আর ও বাড়লো।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে আপনে তো বুঝতেছেন, আমার কোর্স কমপ্লিট করা উচিত; তাইলে আপনে কেন করতেছেন না আপা?

উত্তরদাতা: পয়সার সমস্যা।

প্রশ্নর্কতা: আর ডাক্তাররা কি বলে? যখন দেয়, বলে দেয়? বুঝায়ে দেয়? মানে পুরা কোর্স কমপ্লিট করবেন বা পুরাটা খাবেন। এটা বলে আপা ?

উত্তরদাতা: না এইডা কয়ে দেয় ডাক্তাররা।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে একজন ডাক্তার যখন শিক্ষিত ডাক্তার হয়ে সে বলতেছে। একজন এমবিবিএস বা পাশ করা ডাক্তার হয়ে যখন বলতেছে তখন আপনি এটা কিনতেছেন না পয়সার জন্য। কিন্তুরোগটা আপনিই বুঝতেছেন আবার হইতে পারে ? তারপরে আপনি খাচ্ছেন না আপা। একটা বললেন পয়সার সমস্যা। আর ও কয়েকটা যদি কারন বলেন। চেষ্টা করেন একটু আপা। আর কি হতে পারে।

উত্তরদাতা: ঐটা আর কি হইবো; অসুখ আস্তে আস্তে বাড়বো।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে বুঝতেছেন। জেনে শুনে খাচ্ছেন না। তাইলে ক্ষতি হবে না?

উত্তরদাতা: ক্ষতিতো হইবোই।

প্রশ্নর্কতা: তা হলে একটা হচ্ছে টাকার সমস্যা জন্য খাচ্ছেন না। আর কোন সমস্যা আছে আপা ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: আর্থিক সমস্যা এ জন্য। তা হলে আপা এখন যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যেটা হচ্ছে মানুষের জন্য ঔষধ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত। মানে ঔষধ কিনার ডিসিশনের বিষয়ে। ধরেন কোন ঔষধের দরকার হলে আপনি সাধারনত কোথায় যান? যে কোন সময় যে কোন ঔষধের যদি প্রয়োজন হয়; তখন আপনি সাধারনত বেশিরভাগ সময় কোথায় যান আপা?

উত্তরদাতা: বেশিরভাগ এখান থেকে ঔষধ আনি।

প্রশ্নর্কতা: ঐ যে বাসার কাছে ফামের্সী এখান থেকে আনেন?

উত্তরদাতা: আর বেশি রকম বেশি হয়ে গেলে ঐ যে, ডাক্তারের কথা বললাম। সরকারি ক্লিনিকে যাই।

প্রশ্নর্কতা: সরকারি?

উত্তরদাতা: সরকারি না। ঐ সন্ধানী মেডিকেলে যাই।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি সরকারি হাসপাতাল?

উত্তরদাতা: বাসষ্ট্যান্ড এর লগে।

প্রশ্নর্কতা: রক্ত যে নেয় ঐ সন্ধানী হাসপাতাল নাকি?

উত্তরদাতা: হ। ঐ ঐখানে স্টেশন রোড।

প্রশ্নর্কতা: তো এই যে ঔষধ যে কিনতে হবে এই সিদ্ধান্তটা কে নেয়? আপনি নেন না আপনার স্বামী নেয়?

উত্তরদাতা: দোনজনেই নেই।

প্রশ্নর্কতা: দুইজনেই নেন। আর দোকানে যে যান, ক্লিনিকে যান, কে যায়?

উত্তরদাতা: আমিই যাই বেশি।

প্রশ্নর্কতা: আপনি বেশি যান। সাথে কাউকে নিয়ে যান?

উত্তরদাতা: না। একাই যাই।

প্রশ্নর্কতা: তো কেন একা যান? তো আপনারতো ছোট মেয়ে আছে সাথে। আপনার তো স্বামী আছে।

উত্তরদাতা: মেয়েরে নিই না বেশি। আর হে কানে হুনে না। এর লাইগা

প্রশ্নর্কতা: মানে কে শুনে না কানে?

উত্তরদাতা: মেয়ের বাপে। ওটার লাইগা।

প্রশ্নর্কতা: মানে এটা তো একটা সমস্যা।

উত্তরদাতা: ঐ চোখের ইয়া থ্যাইকা। দুরু, টাইফয়েড জ্বরের থ্যাইকা।

প্রশ্নর্কতা: কবে হইছিল এটা ?

উত্তরদাতা: এটা আপনের বহুত বছর হইছে।

প্রশ্নর্কতা: তো এটার জন্য কোন ডাক্তার দেখাইছে?

উত্তরদাতা: মেলা ডাক্তার দেখানি হইছে।

প্রশ্নর্কতা: কোন ঔষধ খায় এন্টিবায়োটিক জাতীয় কিছু খায়?

উত্তরদাতা: অনেক ঔষধ মুসুদ; পরীক্ষা মাথার এক্সরে করাইছি। কানের পর্দার ইয়া করাইছি। ঔষধ দিছে। অনেক কিছুই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: কমে না।

প্রশ্নর্কতা: কমে না। ভাল হয় না? এখন কোন ঔষধ খাচ্ছে উনি?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: এখন কিছু খায় না। আচ্ছা। তো ডাক্তাররা বলছে এ সমস্যাটা কেন হচ্ছে যে মানে কি থেকে এ সমস্যাটা হচ্ছে উনার?

উত্তরদাতা: পর্দা বাইদ্ধা আইছে উনার।

প্রশ্নর্কতা: পর্দা নষ্ট হয়ে গেছে নাকি বেধে গেছে?

উত্তরদাতা: মানে পর্দাটা বাইদ্ধা আসতেছে।

প্রশ্নর্কতা: পর্দা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো এ জন্য সমস্যাটা হইতেছে। তো এটার কোন সমাধান নাই আপা?

উত্তরদাতা: এটা কইছিল ইয়া করবার, অপারেশন করবার লাইগা। অপারেশন আমি দেই নাই। দেই নাই এখন এ যদি কোন সময় কোন কিছু হইয়া যায়; তারপরে রিস্কটা এডা কেডা হইবো।

(২০ মিনিট ০৯ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: জ্বি জ্বি।

উত্তরদাতা: এখনতো বর্তমান তার কাছে কেউ নাই। পরে তো কোন রকম হইয়া গেলে বেকেই আইয়া ধরবো যে, আনগোরে জানাইলা কেন? এটার লাইগা আর মানে ইয়া করি নাই।

প্রশ্নর্কতা: জ্বি জ্বি।

উত্তরদাতা: যে ঔষধ পানি বহুত খরচ হইছে এইবার।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আপা একটু আগে বলতেছিলেন যে, কাছের ফার্মেসীতে ঔষধ বিক্রি করে আপনার এখানে যে ব্রিজের কাছে, আপনার বাসার কাছে এখান থেকে আপনারা যে ঔষধগুলা আনেন হে, তো মানে কেন এখানে যান; আর ও তো আপনার অন্য জায়গায় যাওয়ার সুযোগ সুবিধা আছে?

উত্তরদাতা: মানে ডাক্তারটা মানে ঔষধ কমায়ে ও দেয় এবং রোগ ও ভাল হয়।

প্রশ্নর্কতা: এ জন্য যান?

উত্তরদাতা: এ জন্য যাই তার কাছে।

প্রশ্নর্কতা: আর কোন সুবিধা কি আছে?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: খরচ কেমন?

উত্তরদাতা: খরচ এখানে কমই নেয়।

প্রশ্নর্কতা: খরচ মানে কমই নেয়। তো মানে লাষ্ট শেষবার কে গেছিল? কতদিন আগে? কার অসুখের জন্য গেছিলেন ঔষধ আনতে?

উত্তরদাতা: লাষ্ট মানে আমারই অসুখের লাইগা গেছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: কি অসুখের জন্য?

উত্তরদাতা: ঐ জ্বরের লাগি।

প্রশ্নর্কতা: কবে গেছিলেন?

উত্তরদাতা: মাসখানেক হইয়া গেছে।

প্রশ্নর্কতা: জ্বর কি খুব বেশি ছিল নাকি কম ছিল?

উত্তরদাতা: জ্বর ১০৪ এর মত উঠছিল।

প্রশ্নর্কতা: ওরে অনেক জ্বর।

উত্তরদাতা: ১০৪ এর মধ্যে গেছিল গা। মাপাইছি পরে ১০৪ এর উঠছে পরে দুইটা টেবলেট দিল সকালে আর বিকেলে খাইবার লাইগা। রাত্রে গেছি। পরে দুইডা টেবলেট খাওয়ার পর থেকে জ্বরটা কইমা গেল গা।

প্রশ্নর্কতা: মানে এটা কি রকম ঔষধ? দাম কেমন ছিল ঔষধের?

উত্তরদাতা: ৩৫ টাকা কইরা নিছে। ৭০ টাকা নিছে দুইটা।

প্রশ্নর্কতা: বলে দিছে যে এটা এন্টিবায়োটিক পাওয়ারী ঔষধ নাকি এমনে নরমাল ঔষধ ?

উত্তরদাতা: হ কইয়া দিছে।

প্রশ্নর্কতা: কি বলছে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক আর একটা কি ঔষধ জানি দিল? ১০ টাকা নিছে একটা পাতা। কয় এইটা খাইয়া দেখ। এইটা যদি না ইয়া হয়, ত এখন থে এ ঔষধটি। প্রথম দিছে হেই কম দামাটা। পরে এই দুইটা ঔষধ দিছে।

প্রশ্নর্কতা: ঐ একই দিনে দিছে ঔষধ সবগুলা; নাকি পরে আবার গেছেন?

উত্তরদাতা: না পরে আবার গেছি। যখন জ্বর কমে না; তখন পরে আবার হেই ঔষধটা দিল।

প্রশ্নর্কতা: তো প্রথমবার যখন গেছিলেন তখন কি ঔষধ দিছিল?

উত্তরদাতা: টেবলেট দিছে একপাতা। ১০ টাকা রাখছে। আছে মনে হয় টেবলেটটা। এইটার চোকলাটা (ঔষধের খালি পাতা) ফালাইয়া দিছি।

প্রশ্নর্কতা: পরেরটা ফালায়ে দিছেন। কিন্তু প্রথম যেটা দিছিল এই যে আমি দেখতে পারতেছি এইচ। এ সি ই এইচ। এটা জ্বরের জন্য প্রথম এক পাতা দিছিল ১০ টাকা নিছিল। এর পরের বার যখন গেছিলেন যে দুইটা ঔষধ দিছিল। এগুলা কি ঔষধ আপা? ৩৫ টাকা করে ৭০ টাকা নিছে বলতাছেন।

উত্তরদাতা: কি ঔষধটা জানি।

প্রশ্নর্কতা: নাম মনে আছে?

উত্তরদাতা: মনে নাই। ভুলে গেছি।

প্রশ্নর্কতা: এটি কি এন্টিবায়োটিক? পাওয়ারী ঔষধ?

উত্তরদাতা: হএ রকমই। পাওয়ারী ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: বলছে উনি (ডাক্তার) নিজে?

উত্তরদাতা: হএ রকমই। পাওয়ারী ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: নাকি আপনি বুঝতে পারছেন?

উত্তরদাতা: আমিই বুঝতে পারছি। পাওয়ারী ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো ঐটা কয়দিন খাইছিলেন আপা ঐ এন্টিবায়োটিকটা?

উত্তরদাতা: সকালে আর বিকেলে।

প্রশ্নর্কতা: একদিনই?

উত্তরদাতা: একদিনই।

প্রশ্নর্কতা: তো এটা খেয়ে ভাল হয়ে গেছেন?

উত্তরদাতা: এটা খাওনের থেকে মানে জ্বর গেলগা।

প্রশ্নর্কতা: ও আচ্ছা। তো কিছুক্ষন আগে বলতেছিলেন প্রথমে আপনার জ্বর হইছিল। পরে আপনার স্বামীর হইছিল জ্বর। মানে কার আগে হইছিল জ্বর?

উত্তরদাতা: ওর বাপের। মাইয়্যার বাপের। হ

প্রশ্নর্কতা: তো উনার ক্ষেত্রে কি করছেন?

উত্তরদাতা: এই ঔষধই দিছে। ঠান্ডা জ্বরের থেইকা ধরছে দোনজনরে।

প্রশ্নর্কতা: উনার হওয়ার পরে আপনার হইছে?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো ধরেন আপা এই যে, আপনারা যে ডাক্তার দেখান; তাহলে সব সময় এই যে বাসার কাছে ফামের্সী আছে ঐখানে দেখান বলতাছেন না?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো মানে ঐখানে কি ধরনের ঔষধ আছে ঐ ফামের্সীতে আপা? এটা কি সব এ রকম সাধারন নরমাল ঔষধ নাকি এন্টিবায়োটিক পাওয়ারী ঔষধ ও আছে ঐখানে? কি ধরনের ঔষধ বিক্রি করে উনি?

উত্তরদাতা: এত একটাতো আর আমি জানি না।

প্রশ্নর্কতা: মানে যেমন আপনাকে একটা দামি ঔষধ আপনি যে বলছেন?

উত্তরদাতা: হু আছে। দামি ঔষধ ও আছে।

প্রশ্নর্কতা: আর এমনি গবাদি পশু পাখির এ ধরনের ঔষধ কি আছে? গরু, ছাগল, হাঁস মুরগীর ঔষধ এ ধরনের?

উত্তরদাতা: না। এডি কইতে পারলাম না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। না আমরা গ্রামে গেছি ও বিভিন্ন জায়গায় দেখছি পাওয়া যায়।

উত্তরদাতা: গ্রামে পাওয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা: একই দোকানে আপনার দুই ধরনের ঔষধ আছে। মানুষের ও আছে, পশু পাখির ও আছে।

উত্তরদাতা: হ। এখানে ধরেন শহেরর মধ্যে পাওয়া যায় না।

প্রশ্নর্কতা: এমনি কি আছে? কোন সময় কোন দিকে কি চোখে পড়ছে? জানেন?

উত্তরদাতা: না এমনে দেখি নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো আপা এখন যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে, এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ে। আমরা যে বলি বারবার এন্টিবায়োটিক এন্টিবায়োটিক, এই এন্টিবায়োটিক কথাটাতো শুনছেন আপা ? নামটা শুনছেন না?

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নর্কতা: কোথায় শুনছেন এটা আপা?

উত্তরদাতা: ডাক্তারগো কাছে।

প্রশ্নর্কতা: তো এন্টিবায়োটিক যে ঔষধ এটা আসলে কি একটু খুলে বুঝায়ে বলতে পারবেন আমারে? এটা কি কাজ করে বা এন্টিবায়োটিকটা কি?

উত্তরদাতা: মানে এটা ধরেন ঔষধটা বেশি পাওয়ারের। মানে এইডা রোগডা তাড়াতাড়ি সাইরা যায়। এইডার লাইগা। এইডায় আমরা জানি।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে ডাক্তাররা যে এই যে এন্টিবায়োটিক পাওয়ারের ঔষধ দেয় এটা মানে কি জন্য দেয়? মানে রোগীদেরকে কেন দেয়?

উত্তরদাতা: মানে তাড়াতাড়ি সুস্থ হইবার লাইগা।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক খাইলে আর কোন লাভ হয়?

উত্তরদাতা: আর কি লাভ?

প্রশ্নর্কতা: ধরেন এইটা কয় দিনের জন্য দেয়? কোর্স সাধারনত কয় দিনের কোর্স হয়? কয় বেলা খাইতে বলে দিনে?

উত্তরদাতা: ঐডা দুইবার টাইম দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আর কয় দিনের জন্য দেয়?

উত্তরদাতা: দুই দিনের।

প্রশ্নর্কতা: দুই দিনের বেশি কি দেয় না?

উত্তরদাতা: দুই দিনের বেশি দেয় না। লাগে পরিমানে পরে কয়ে দেয় যে, দুই দিনের ঔষধ দিলাম; লাগে পরে আবার আইয়া নিও।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। বলে দেয়। তাইলে এন্টিবায়োটিক যে ব্যবহার করা হয়; এটা একটু আগে আপনি বলতেছিলেন যে, অসুখটা ভাল হওয়ার জন্য করা হয়। আর কোন কারনে কি এন্টিবায়োটিক কাজ করে?

উত্তরদাতা: আর কি কাজ করবো?

(২৫ মিনিট ০৭ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা ধরেন এন্টিবায়োটিক খাইলে কি কি রোগ ভাল করে এন্টিবায়োটিক? আপনি যেমন জ্বরের জন্য খাইছিলেন। জ্বর ভাল হয়। আরকি ভাল হয়?

উত্তরদাতা: অনেক রোগেই ভাল হয়।

প্রশ্নর্কতা: কয়েকটা যদি একটু আপা বলেন? যেমন জ্বর। আর?

উত্তরদাতা: দামি ঔষধটা খাইলে ভাল হয়। সব রোগের লাইগা।

প্রশ্নর্কতা: সব রোগেই। কিন্তু কয়েকটা রোগ যদি একটু খুলে বলেন? মানে একটা বললেন জ্বর। যেমন-জ্বরের জন্য আপনাকে কয়েকদিন আগে দুইটা ঔষধ দিছিল। আর কি রোগ আছে আপা?

উত্তরদাতা: অনেক রোগই তো আছে?

প্রশ্নর্কতা: বলেন কয়েকটা রোগ বলেন? যেমন বাচ্চার বাবার টাইফয়েড হইছিল, টাইফয়েড এর সময় কি এন্টিবায়োটিক দিছিল? খেয়াল আছে আপনার?

উত্তরদাতা: না এডা মেলা বছর হইয়া গেছে গা।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে আর কি রোগের জন্য আপা? কার যদি কোন কাটা ছিড়া, অপারেশন বা অন্য কিছু হয়; তাহলে এন্টিবায়োটিক দেয় আপা?

উত্তরদাতা: হেইটাতো আমি আর কইতে পারতাম না। ডাক্তারই কইতে পারবো।

প্রশ্নর্কতা: তো আপনার এই যে বাচ্চাগুলি হইছে, সবগুলি কি নরমাল ডেলিভারি নাকি সিজার?

উত্তরদাতা: নরমালি।

প্রশ্নর্কতা: তখন কোন সময় এন্টিবায়োটিক খাইছেন আপা?

উত্তরদাতা: হেই সময় এত ডাক্তার কবিরাজ আছিল না। আনগো ডাক্তার কবিরাজ আনগোর ইয়া (চিকিৎসা) করছে না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। অনেক আগের কথা। তখন বাসা বাড়িতেই বাচ্চা কাচ্চা হইছে।

উত্তরদাতা: আনগো কোন সমস্যা হইছে না।

প্রশ্নর্কতা: সেইটায়। আল্লাহ্‌র রহমত।

উত্তরদাতা: নয় জনের মা হইছি; কোন সমস্যা হয়ছে না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা এখন হচ্ছে যে আপা, মানে তাইলে এন্টিবায়োটিক যেমন আপনি বললেন যে, জ্বরের জন্য এন্টিবায়োটিক দিছে। আর কয়েকটা রোগ যদি একটু বলেন। যেমন-আপনে বলতেছিলেন যে, সব রোগের জন্যতো দেয় এন্টিবায়োটিক? আর কয়েকটা রোগ যদি একটু খেয়াল করে বলেন আপা।

উত্তরদাতা: আমিতো আর অন্য রোগের খবর জানি না। আমার রোগ যেডি আছে এর জন্য তো এডি (ঔষধ) খাইলাম।

প্রশ্নর্কতা: আপনার রোগের জন্য কি কোন এন্টিবায়োটিক দেয়? মানে আপনি যে আলছার বলতেছিলেন।

উত্তরদাতা: না। এডি এখন ও খাই নাই। গ্যাসটিকের জন্য ৫ টাকা ঐ যে কি টেবলেটের নামটা তো মনে নাই। ওডি আইনা আমি বেশি খাইতাম। এখন এই সিরাপ খাই। টেবলেট এখন আর খাই না। সিরাপটাই খাই।

প্রশ্নর্কতা: তো আপা যেটা বলতেছিলাম আপনার শরীরে যখন একটা ঔষধ এন্টিবায়োটিক ডুকে তখন এটা কিভাবে কাজ করে ? মানে কি করে এটা যেয়ে?

উত্তরদাতা: ঐডা খাইলে মানে ঔষধটা খাইলে শরীরটা মানে ভাল লাগে।

প্রশ্নর্কতা: মানে ঐটা খাইলে মানে কি করে? মানে কিভাবে ভাল করে?

উত্তরদাতা: শরীরটা মানে, খাওয়ার পরে দা শরীরটা একটা ঘাম দেয়। মানে ঐ ঘামের থেইক্যা জানি রোগটা সাইরা যাইতেছে।

প্রশ্নর্কতা: তখন বুঝেন যে-------

উত্তরদাতা: রোগটা সারতেছে।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে এটাতো অনেক পাওয়ারী ঔষধ। মানে খাওয়ার পরে যে একটা ঘাম ছুটায়ে দিচ্ছে একদম। আচ্ছা। আচ্ছা। তাইলে এখন যদি একটু আপা বলেন,মানে এন্টিবায়োটিক কেনার জন্য কোন প্রেসক্রিপশন লাগে? ডাক্তাররা লেখে যে দেয় এ রকম প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতা: না। এইডা আমাগো দেয় না ডাক্তারা।

প্রশ্নর্কতা: মানে ঔষধের দোকান থেকে যখন কিনেন তখন দেয়?

উত্তরদাতা: না। মেডিকেলে গেলে হেইডা লাগে। মেডিকেলে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: সরকারি মেডিকেলে দেয়?

উত্তরদাতা: মেডিকেলে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: সন্ধানী মেডিকেলে গেলে ওরা দেয়?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: ওরা কি ঔষধ বিক্রি করে এ রকম দোকানের ডাক্তার; নাকি হচ্ছে যে পাশ করা এমবিবিএস ডাক্তার?

উত্তরদাতা: মেডিকেল থাইকা দেয়। পরে ঐ কাজটা লইয়া গেলে কাজটা দেইখ্যা পরে ডাক্তাররা ঔষধ দেয়।

প্রশ্নর্কতা: কোন ডাক্তার এরা? ঔষধের দোকানে যারা ঔষধ বিক্রি কওে ওরা দেয়?

উত্তরদাতা: হ। মেডিকেলের লগে ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা: ফামের্সীর দোকান?

উত্তরদাতা: ফামের্সীর দোকান। হে গো হেইখান থেকে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আর এইখানে যে যান; কাছে ফামের্সী এইখানে ?

উত্তরদাতা: না এডির মধ্যে ঔষধ এডি পাওয়া যায় না।

প্রশ্নর্কতা: প্রেসক্রিপশন দেয়?

উত্তরদাতা: না। এডি দেয় না।

প্রশ্নর্কতা: ব্যবস্থাপত্র লিখে দেয় একটা কাগজে, স্লিপে?

উত্তরদাতা: না এগুলা দেয় না। ভাংগা গিয়া কইলে (খুলে বললে) ঐ অসুখটা যে যন্ত্র দিয়া দেইখা ঔষধ দিয়া দেয়। কোন স্লিপ দেয় না।

প্রশ্নর্কতা: তো এন্টিবায়োটিক যে দেয় পাওয়ারী ঔষধগুলা এ গুলা কোন জায়গায় পাওয়া যায় আপা ? মানে কোন জায়গা থেকে কিনেন আপনারা?

উত্তরদাতা: এডি এই যে এখেনেই ডাক্তার আছে এর কাছ থেকেই তো পাওয়া যায়। একটা ডাক্তারের থেকেই তো আমরা বেশিরভাগ ঔষধ আনি।

প্রশ্নর্কতা: কোন জায়গায় এটি?

উত্তরদাতা: ঐ যে ঐ ব্রিজের হেইখানে।

প্রশ্নর্কতা: ফামের্সী যে বলতেছিলেন আপনার বাসার কাছে এটা থেকে?

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নর্কতা: আর এমনে ষ্টেশন রোড বা আর ও যে ঔষধের দোকান। অনেক ঔষধের দোকান দেখছি আজকে আপা; এখান থেকে কি কিনেন কোন সময়?

উত্তরদাতা: যাই ঐ মেডিকেল থেইকা যদি ঔষধটা দেয়। তা যদি এখানে পাওয়া না যায়; তখন এখেন থেকে আনি।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু মেডিকেলেই যখন যান তখন ও দিক থেকে কেনার চেষ্টা করেন নাকি?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। বুঝতে পারছি।

উত্তরদাতা: এ দিকে হেই ঔষধটা পাওয়া যায় না। মেডিকেল থেইক্যা যেই ঔষধটা দেয়; এদিকে পাওন যায় না। ঐখান থেকে আনন লাগে।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কোন নিদিষ্ট ধরনের ঔষধ বিশেষ করে এন্টিবায়োটিককে কি আপনি প্রাধান্য দেন যে এই ঔষধটা খাইলে আমার মাথা ঘুরায় না বা দূর্বল লাগে না; এ রকম কোন ঔষধ কি আপনার পছন্দের আছে এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: পছন্দের নাই? তাহলে কোনটা খান আপনি? ডাক্তার যেটি দেয় ঐটায় খান; নাকি হচ্ছে যে---

উত্তরদাতা: ডাক্তার যেটা দেয় বর্তমানে হেইটায় খাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। শেষবার কাকে এন্টিবায়োটিক দিছিল বলতেছিলেন? যে জ্বর হইছিল বলতেছিলেন আপনার শেষবার?

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু লাষ্টবার জ্বর হইছিল কার আপনি বলতেছিলেন?

উত্তরদাতা: আমার।

প্রশ্নর্কতা: তখন আপনাকে এন্টিবায়োটিক দিছিল না ? তো দুইটা দিছিল বলছিলেন। তো একদিনই খাইছিলেন আপা?

উত্তরদাতা: রাত্রে দিছে। রাত্রে আর সকালে খাইছি।

প্রশ্নর্কতা: মানে দুইবেলা খাইতে বলছে?

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নর্কতা: তো কোন প্রেসক্রিপশন কি লাগছিল?

উত্তরদাতা: না। না।

প্রশ্নর্কতা: কিভাবে খাইতে হবে এটা কি বুঝায়ে দিছিল?

উত্তরদাতা: হ এইডা কইয়া দিছে। রাত্রে একটা সকালে একটা।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক এর দাম বলতেছিলেন ৩৫ টাকা করে প্রতিটি ঔষধের দাম পড়ছে। তো আপনার মতে এই দামটা কি বেশি না কম?

উত্তরদাতা: ঐটাতো আমাদের হিসাবে বেশিই লাগে।

(৩০ মিনিট ২০ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: তাহলে আপা এই ঔষধের দাম কেমন হইলে ভাল হয়? কম হইলে ভাল হয় নাকি যা আছে ঠিক আছে?

উত্তরদাতা: কম হইলে ভাল হয়।

প্রশ্নর্কতা: কেন ভাল হয় আপা?

উত্তরদাতা: ঔষধটা বেশি হয়ে যায় না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা দামটা বেশি হয়ে যায়। আচ্ছা। আচ্ছা। তো যে ঔষধটা দিছে ঐটা খেয়ে আপনি কি খুশি? মানে ভাল হইছে; আপনি উপকার পাইছেন?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নর্কতা: আপনার বাসায় এখন কি কোন এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ আছে আপা?

উত্তরদাতা: না। বাকি নাই (জমানো কোন ঔষধ নাই)। অল্প অল্প করে আনি। খাইয়া পরে খোলটা ফালাইয়া দেই।

প্রশ্নর্কতা: মানে কেন ফেলে দেন বা অল্প অল্প করে আনেন?

উত্তরদাতা: রাখি না ঘরে।

প্রশ্নর্কতা: কেন?

উত্তরদাতা: দরকার পড়ে না। এডি রাখি না ফালাইয়া দেই।

প্রশ্নর্কতা: ঘরে যে তিনজন আছেন যে কোন সময় কেউ অসুস্থ হয়ে যেতে পারে এটা চিন্তা করে যে কিছু ঔষধ আছে থাক, কোন সময় লাগলে খাব। এ রকম রাখেন?

উত্তরদাতা: না। না। না।

প্রশ্নর্কতা: মানে কেন রাখেন না আপা?

উত্তরদাতা: রাখি না ঔষধ এ গুলা নষ্ট হয়ে যায় গা। টাইম শেষ হইয়া গা। এটার লাইগা রাখি না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো এ জন্য রাখেন না?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: আর সব সময় কি অল্প অল্প করে আনেন না; একবারে বেশি করে আনেন?

উত্তরদাতা: না। অল্প অল্প করেই আনি।

প্রশ্নর্কতা: একটা বললেন টাকার সমস্যার জন্য আনেন অল্প করে; আর কেন আনেন অল্প করে? ডাক্তার একটা কোর্স দেয়।

উত্তরদাতা: কের ল্যাইগা অসুখ ভাল হইয়া গেলে গা আর ঔষধ খাইবার মনে চায় না। এটার লাইগা পরে কমাইয়া আনি ও কমাইয়া খাই।

প্রশ্নর্কতা: তো ডাক্তার এই যে একটা কোর্স; ধরেন আমি একজন ডাক্তার। আমার কাছে আপনি আসলেন-আমি বললাম যে, আপা আপনার যে আলসারের সমস্যা এর জন্য একটা এন্টিবায়োটিক খাইতে হবে। এ নেন আমি পাঁচ দিনের জন্য দিলাম। আপনি প্রেসক্রিপশন নিয়ে দোকান থেকে দুই দিনের জন্য কিনলেন। খায়ে আপনি একটু ভাল হয়ে গেলেন। আর ও তিন দিন আছে, তিনদিনতো আপনি খাইলেন না। আপনারা কি এ রকম করেন? অল্প করে এনে খায়ে মানে যে কয় দিন দেয় অল্প খান আর বাকি সময় ভাল হয়ে গেলে খান না। এ রকম করেন বেশিরভাগ সময়।

উত্তরদাতা: তো এ রকমতো করি। অসুখ ভাল হইয়া গেলে আর খাইবার মনে চাই না।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু এটি কি খাওয়া উচিত আপা ভাল হয়ে গেলে?

উত্তরদাতা: না ভাল হইয়া গেলে এইডা খাইবার উচিত।

প্রশ্নর্কতা: কেন উচিত?

উত্তরদাতা: রোগটা যে না ইয়ে হয় বাড়ে।

প্রশ্নর্কতা: তো এটা একটা চিন্তা কাজ করে না আপা মাথার মধ্যে যে রোগটা আমার শরীরে রয়ে গেছে পরে আবার বাড়বে? এটাতো আপনি বুঝতেছেন, তারপরে ও আপনি খাচ্ছেন না। ঠিক না।

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নর্কতা: এটা একটা চিন্তা লাগে না? টেনশন কাজ করে না মাথায়?

উত্তরদাতা: এইডাতো লাগে।

প্রশ্নর্কতা: লাগে। লাগার পর ও কেন খান না? এটা একটু বুঝায়ে বলেন।

উত্তরদাতা: এই পয়সার সমস্যার জন্য কিছু আনি না। কিছু গাফলতি ও করি।

প্রশ্নর্কতা: আপনি তো ঠিকই ধরতে পারতেছেন যে, ঔষধটা না খেলে আমার ভাল হচ্ছে না। তাইলে একটা হচ্ছে পয়সার সমস্যা। একটা হচ্ছে অবহেলা বা গাফলতির জন্য করতাছেন।

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নর্কতা: আর কোন কারন আছে আপা?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: তো এখন যেটা জানতে চাচ্ছিলাম আপা মানে বাসায় কোন এন্টিবায়োটিক এখন নাই না ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: মানে আগে কোন সময় কি রাখতেন যে এন্টিবায়োটিক কার ও লাগতো পারে এটা চিন্তা করে?

উত্তরদাতা: না। আমরা এই ঔষধ রাখি না। অল্প করে আনি। অল্প করে খাওয়া শেষ হয়। পরে চোগলাটা ফালাইয়া দেই।

প্রশ্নর্কতা: এখন আমাকে দেখাইলেন যে নাপা আছে। এইচ আছে। তারপর আপনার এন্টাসিড ঔষধ আছে। তারপর আপনার কয়েকটা ব্যথার ঔষধ আছে। এ গুলা ছাড়া আর কোন ঔষধ কি এখন ঘরে আছে আপা?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিকের গায়ে পাতার মধ্যে একটা ডেইট দেয়া থাকে; যেমন ধরেন এখানে একটা ডেইট দেখা যাচ্ছে। এই যে ডেইট। তো এই ডেইটটা মেয়াদোত্তীনতা তারিখ বলে, এইটা এক্সপায়াড ডেইট বলে। এই ডেইটটা কি আপা ? এটা কি বুঝেন আপনি?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: মানে এখানে একটা তারিখ দেয়া থাকে। সাল দেয়া থাকে। এটা কেন দেয়া থাকে? এটার কারনটা কি?

উত্তরদাতা: হেইডা তো আর আমরা কইতে পারতাম না।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধ যখন আনেন কিনে আনেন, তখন এই ঔষধটা কয়দিন খাওয়া যাবে বা এটা ঠিক আছে কিনা এটা কি বুঝেন আপা ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: মানে ডাক্তারকে বলেন যে ঔষধটা আমাকে একটু দেখে দিয়েন যে ঠিক আছে কিনা ঔষধটা ? মেয়াদ আছে কিনা? সব কিছুরতো একটা মেয়াদ থাকে আপা।

উত্তরদাতা: হু হু।

প্রশ্নর্কতা: ধরেন আমরা মানুষ। আমাদেরতো একটা মেয়াদ আছে; আমরা দুনিয়াতে কয়দিন বাঁচবো। তো ঠিক তেমনিভাবে প্রতিটা জিনিষের একটা টাইম থাকে, মেয়াদ থাকে। ঔষধের একটা মেয়াদ থাকে। এটা ধরেন আজকে তৈরী হল কত বছর পর্যন্ত এইটা খাইতে পারবে; ঠিক না? তাইলে ঔষধের গায়ে ও এ রকম একটা তারিখ দেয়া থাকে। এখন তারিখ কি দেখে আনেন আপনি কোন সময়?

উত্তরদাতা: না এ গুলা দেইখ্যা আনি না। ডাক্তারে দেয় এখন মেয়াদ আছে না না আছে; এইডাতো খবর আর আমরা কইতে পারি না।

প্রশ্নর্কতা: এমনি বুঝেন ঔষধের গায়ে লেখা আছে এ রকম মেয়াদ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: এটা বুঝেন না। আচ্ছা কোন সময় কি কাউকে বলছেন ভাই এইটা ঠিক আছে কিনা একটু দেখে দাও বা ?

উত্তরদাতা: না এইডা জিগাই নাই। ডাক্তাররা দেয় বিশ্বাস করে খাই।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু এটা জিজ্ঞাস করা উচিত কিনা আপা ?

উত্তরদাতা: এইডা জিজ্ঞারবারতো উচিত আনগোর।

প্রশ্নর্কতা: কেন উচিত আপা ?

উত্তরদাতা: ঔষধটা ঠিক আছে। মেয়াদ আছে কি না আছে।

প্রশ্নর্কতা: যদি মেয়াদ না থাকে; তাহলে ঔষধটা কি ক্ষতি করতে পারে মানুয়ের ?

উত্তরদাতা: ক্ষতি করতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: কি রকম ক্ষতি করতে পারে ?

উত্তরদাতা: মারা ও যাইতে পারে।

(৩৫ মিনিট ০৪ সেকেন্ড)

প্রশ্নর্কতা: আল্লাহ্ আল্লাহ্ তাইলেতো ভয়ংকর কথা।

উত্তরদাতা: মেয়াদ না থাকলে মানুষ একটা বিষাক্ত হইয়া যায় গা।

প্রশ্নর্কতা: তো আর কি হইতে পারে আপা ? মৃত্যুতো একদম শেষ পরিনতি। এর আগে যদি বেঁচে থাকে। ঔষধ খাইলে আর কি হইতে পারে?

উত্তরদাতা: রোগে আর ও ভুগলো। বেশি হইলো।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে ঔষধতো রোগ ভাল করে। এখন রোগ ভাল না হয়ে কি হইলো ?

উত্তরদাতা: আর ও বাড়লো।

প্রশ্নর্কতা: তো এটা একটা খারাপ জিনিষ না ?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে মেয়াদ কি দেখে আনা উচিত না ?

উত্তরদাতা: দেইখ্যা আনাতো উচিতই।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু আপনি যে দেখেন না আপা। এটা কি আপনি জানেন না এ জন্য; নাকি অন্য কোন কারনে আপনি দেখেন না ?

উত্তরদাতা: এটা খেয়াল থাকে না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। মানে কেন খেয়াল থাকে না ? কিনতে যাচ্ছেন দামি একটা জিনিষ, ঠিক না; মানে খেয়াল রাখা উচিত না আপা?

উত্তরদাতা: এইটা তো ঠিকিই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আপা মানুষের যেমন এন্টিবায়োটিক আছে; এ রকম গবাদি পশু বিশেষ করে গরু, ছাগল, হাঁস মুরগী এদের ও কিন্তু এ রকম এন্টিবায়োটিক আছে।

উত্তরদাতা: হু আছে।

প্রশ্নর্কতা: এ বিষয়টি কি আপনি জানেন ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: মানে তাদের যে এন্টিবায়োটিক গরুকে খাওয়ায়, গরুর ঔষধ, ছাগল----------?

উত্তরদাতা: এইডি তো হচ্ছে গ্রামের মধ্যে। এইডাতো আর এ দিকে----

প্রশ্নর্কতা: এ রকম শুনছেন কোন সময় ?

উত্তরদাতা: হু হু শুনি নাই।

প্রশ্নর্কতা: দেখছেন কোন সময় গ্রামে গঞ্জে?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা। তো এ রকম শুধু ঔষধের দোকান আছে আলাদা গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগীর জন্য এ রকম দেখছেন কোন সময় ?

উত্তরদাতা: দেখি নাই। এডি পাললে সেন এ গুলির খরব রাখতাম। গ্রামে থাকে যারা হেররাই কইতে পারবো।

প্রশ্নর্কতা: এখন আপা যেটা জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক রেজিন্সটেন্স।এই শব্দটা কি আপনি শুনছেন ?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: এন্টোমাইক্রবিয়াল রেজিন্সটেন্স বা এন্টিবায়োটিক রেজিন্সটেন্স এইটা শুনছেন ?

উত্তরদাতা: শুনি নাই।

প্রশ্নর্কতা: মানে ধরেন আমি যদি একটু বুঝানোর চেষ্টা করি সেটা হচেছ, ধরেন একটা ঔষধ ডাক্তার আপনাকে দিল; আপনি সেটার কোর্স কমপ্লিট করলেন না। তাইলে কোন সমস্যা হতে পারে আপা ?

উত্তরদাতা: তাইলে সমস্যাতো অনেক হইবো।

প্রশ্নর্কতা: মানে কি হবে সমস্যা ?

উত্তরদাতা: সমস্যা মানে যে ঔষধটা আমার রোগের লাইগা দিছে এটা না দিয়া আর একটা দেয়; তাহলে রোগতো আর ও বাড়ল।

প্রশ্নর্কতা: মানে বেড়ে গেল। আচ্ছা। ?

উত্তরদাতা: রোগ আর ও বেড়ে গেল।

প্রশ্নর্কতা: মানে কোর্সটা কমপ্লিট মানে শেষ করেন নাই। ধরেন আপনাকে এক পাতা দিল আপনি দুই তিনটা বা পাঁচটা খেয়ে মনে করলেন যে, এক পাতায় ১০টা আছে আমি আর খাব না।আমিতো ভাল হয়ে গেছি। আমার মাথা ঘুরতেছে বা খাইলে আমার দূর্বল লাগতাছে ? তাইলে এটা হচ্ছে যে রোগ বেড়ে যাবে। আরকি হতে পারে আপা ?

উত্তরদাতা: এটা আমরা হুনি যে মানষে কয় রোগ হইলে বাড়ে। ঔষধটা খাইলে বাইরা যায়। বাড়লে আবার কমে।

প্রশ্নর্কতা: না। না। আমি যেটা বলতেছি ধরেন একটা ডাক্তার আপনাকে ঔষধ দিল সাত দিনের জন্য। আপনি পয়সার অভাবে তিন দিনের জন্য কিনলেন। যে আমাকে বললেন আমরা কম করে কিনি। তিনদিন খেয়ে আপনি মনে করলেন আমি তো ভাল হয়ে গেছি। তাহলে আমি গরীবমানুষ, আমি আর ও কেন চার দিনের জন্য কিনবো। বাকি ঔষধ আপনি কিনলেন না। খাইলেন না। তখন কি আপনার কোন সমস্যা হবে ?

উত্তরদাতা: রোগটা বাড়বো আরও। বাইরা যাইবো।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে এই রোগটা যাতে আর না হয় না বাড়ে এ জন্য কি করা যায ?

উত্তরদাতা: ঔষধটা খাওয়া উচিত।

প্রশ্নর্কতা: মানে কয়দিনের জন্য খাওয়া উচিত ?

উত্তরদাতা: সাত দিনের জন্য খাওয়া উচিত।

প্রশ্নর্কতা: এবং প্রতিটা ঔষধেরতো একটা টাইম থাকে যে নিদিষ্ট পর পর বলে যে, দিনে দুইটা বা দিনে ৬ ঘন্টা পর পর অথবা ১২ ঘন্টা পর পর খাবা। তাইলে টাইমলি কি ঔষধ খাওয়া উচিত?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ ঐটাতো টাইম মত খাইতে হইবো।

প্রশ্নর্কতা: না খাইলে কি হবে ?

উত্তরদাতা: টাইম ছাড়া ঔষধটা খাইলে এইটা ধরেন কাজে লাগলো না।

প্রশ্নর্কতা: কেন কাজে লাগবে না ? ধরেন ডাক্তার আমাকে বললো যে দিনের ১২টায় একটা খাবা এবং রাত্রের ১২টায় একটা। আমি ঘুমায় গেলাম ধরেন ১০টার সময়। দুই ঘন্টা আছে। দুই ঘন্টা আগে খায়ে ঘুমায়ে গেলাম। তাইলে কোন সমস্যা হবে?

উত্তরদাতা: হেইডাতো আমি আর বলতে পারলাম না।

প্রশ্নর্কতা: না। এমনে একটা ধারনা। ধরেন টাইমে টাইমে বলে না। একটু টাইম নড়াচড়া হয়ে গেল বা আগে পরে হয়ে গেল বা খাইলেনই না, ভুলে গেলেন। তাইলে কি কোন সমস্যা হবে আপা ?

উত্তরদাতা: আর কি সমস্যা হইবো আর।

প্রশ্নর্কতা: মানে অসুখটার কোন সমস্যা হইতে পারে ?

উত্তরদাতা: অসুখতো সমস্যা। ঐটা বাইরা গেল টাইম ছাড়া বেটাইমে খাইলে।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে কেউ যদি কোর্স কমপ্লিট না করে, তাইলে অসুখ যে বেড়ে যায়; এটা আমাদের জন্য একটা চিন্তার বিষয় না আপা ?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নর্কতা: টেনশনের কথা না ?

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নর্কতা: এই বিষয়টি নিয়ে কি আপনি চিন্তিত ? কোন সময় চিন্তা করছেন ? যে আমারে যে ডাক্তারে দেয়; আমিতো অল্প অল্প এনে খাই গরীব মানুষ; আমার আবার রোগটা যে বাইরা যাবে আপনি বলতাছেন। আপা ভবিষ্যতে বেড়ে যেতে পারে?

উত্তরদাতা: এইটা বাড়বোই।

প্রশ্নর্কতা: তো আপনি বুঝতেছেন আপা; কিন্তু খাচ্ছেন না। নিয়ম মানতেছেন না-----

উত্তরদাতা: মানতাছি না। গাফেলতি কইর‍্যা।

প্রশ্নর্কতা: তো এইটা কি ঠিক, নাকি ঠিক না ?

উত্তরদাতা: এটা বেঠিক।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে বেঠিক জিনিষ যে করতেছেন। হে হে। এটা থেকে বাঁচার উপায় কি? কি করা যাইতে পারে?

উত্তরদাতা: এইডা আর কি করন যাইবো।

প্রশ্নর্কতা: ধরেন এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স; মানে আমরা ঔষধ খাইলে ঔষধে কাজ করতাছে না বা ভাল হচ্ছি না। রোগটা আর ও বেড়ে যাচ্ছে এই যে বলতেছেন; এইটা যাতে না হয় এ জন্য কি করা যায় আপা ?

উত্তরদাতা: হেডার লাগে চিকিৎসা করন লাগে।

প্রশ্নর্কতা: চিকিৎসাতো করতেছেনই আপা। কিন্তু কোর্স দিচ্ছে; কমপ্লিট করতেছেন না। অল্প করে খাচ্ছেন। তাইলে একটা আপনি বলছেন পুরা কোর্সটা কমপ্লিট করা যেতে পারে। আর কি করা যেতে পারে আপা ? সরকার কোন ব্যবস্থা নিতে পারে? সরকার কোন পদক্ষেপ নিতে পারে? মানুষ যেন এন্টিবায়োটিক সঠিকভাবে খায় এ জন্য কোন পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে আপা ?

উত্তরদাতা: সরকারে অতটা ইয়ে করে নিব। এখন নিজেরা যদি না খায় তো সরকারে কি করবো?

প্রশ্নর্কতা: হা হা হা সেইটাই। মানে কোন নিয়ম, কানুন বা কোন কিছু? একটু কি চেইঞ্জ করা যায় কোন কিছু? সাধারন মানুষ আমরা কি করতে পারি? একটা হচ্ছে যে, আপনি গরীব মানুষ। যে পয়সার অভাবে খাইতে পারতেছেন না। আপনি কিছুক্ষন আগে বললেন।

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু আপনি যাতে খাইতে পারেন এ জন্য কি করা যায়? একটা হচেছ যে, ঔষধের দামটা যদি কম হয়; তাহলে খাইতে পারবেন।

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নর্কতা: আর কি হইতে পারে আপা ? আর কি করা যায় বলেন একটু?

উত্তরদাতা: দাম কমলে তো ঔষধ সবাই খাইতে চাইবো। অসুখ অল্প থাকলে খাইবো। আর যদি দাম বাড়ায়ে দেয়; কেডা ইয়ে (কিনবো) করবো?

প্রশ্নর্কতা: তাহলে দামটা একটু কমালে বা সহনশীল করলে সবাই খাইতে পারে। এইটা একটা হইলো। আর কি করা যেতে পারে আপা ?

উত্তরদাতা: কেউ ভাল হইবার লাইগা খাইবার চায় আর কেউ গাফলতি কইরা খায় না।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে যারা গাফলতি করে তাদেরকে কি বুদ্ধি পরামর্শ দেয়া যায় ?

উত্তরদাতা: মানে আমি বুদ্ধি দিলে হেরা মানবো না। এখন এইডা কি করন যাইবো ?

প্রশ্নর্কতা: হা হা হা। মানে সরকার এমন কোন ব্যবস্থা বা সিষ্টেম করতে পারে যেটার মাধ্যমে সবাই মোটামুটি শুনবে অথবা আপনার কোন পরামর্শ আছে কিনা সাধারন মানুষ জন্য ? আমার মত সাধারন মানুষ আছে যারা এদের জন্য কোন বুদ্ধি পরামর্শ কিছু? যে কি করা যায়?

উত্তরদাতা: সরকারে যদি ঋন দেয় বাড়ি বাড়ি।

প্রশ্নর্কতা: গাফলতি করে। গাফলতি যাতে না করে, ঠিকমত খায় এ জন্য কি করা যায় আপা ?

উত্তরদাতা: এইডা একটা ব্যবস্থা নল (নেয়া) লাগবো।

প্রশ্নর্কতা: অনেক ধন্যবাদ আপা। আমাকে অনেক সময় দিলেন। আসলে আমরা একটা গবেষনা করতেছি এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স নিয়ে। অনেক সময় দিলেন আমাকে। তো আমি আপনার, আপনার হাসবেন্ট এবং বাচ্চার সু-স্বাস্থ্য কামনা করি। তো ভাল থাকবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন আপা। আসসালামুলাইকুম।

উত্তরদাতা: ওয়ালাইকুমুসসালাম।

(৪২ মিনিট ১৯ সেকেন্ড)

----------oooooooooooooooo----------